দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

আসন্ন এস, এস, সি পরীক্ষা প্রসঙ্গ

শামসুন নাহার জামান

আগামী ২২শে এপ্রিল, ১৯৯২ থেকে এস, এস, সি পরীক্ষা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এবারের এস, এস, সি পরীক্ষা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী। শিক্ষার মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় বিগত সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন গালভরা বুলি হিসেবে একটা সার্থক প্রচেষ্টা বৈকি। সেই পরিণতির ফলভোগ করছে আমাদের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু এই যে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী, তাদের কথা কি শেষবারের জন্য ভেবে দেখেছি? টেলিভিশনে খুব জোরেশোরে চেষ্টা চলছে — অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতির গভীর তলদেশ পর্যন্ত কেউই নাড়া দিচ্ছেন না; ভাবটা অসময়ে পানি ঘোলা করে কি লাভ? এরপরেও চার বোর্ডের মাননীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেবদের উপস্থিতি অভিভাবক ও ছাত্রদের আশান্বিত করেছিল। কিন্তু আরও বেশি ছাত্রদের জটিলতার আবর্তে তলিয়ে দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরীক্ষা পদ্ধতি এবং লেখাপড়ার মান উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষা 'টাস্ক ফোর্স কমিটি' দেশে প্রবর্তন করেছেন নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি। ১৯৮৯ সালের ৮ম শ্রেণী হতে এই পদ্ধতি চালু করার প্রয়াস লক্ষ্য করি। তখন থেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের বই-এর উপর প্রতি বিষয়ে ৫০০ করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নমুনা বই আকারে তৈরী হয়। যেহেতু ওগুলো নমুনা প্রশ্ন হিসেবে লিখিত সেহেতু ঐ গুলো নমুনাই। '৯০ সালের নবম শ্রেণী এবং '৯১ সালে দশম শ্রেণীতে পাঠরত শিক্ষার্থীরাই প্রথম নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবে। ১৯৯০-১৯৯১ সালে বিদ্যালয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা হয়েছে সেক্ষেত্রে 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক ছাপানো 'নমুনা' প্রশ্নকে নমুনা হিসেবে রেখেই সমস্ত পাঠ্যবই থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে নবম শ্রেণীতে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি শুরু হয়েছে বটে, তবে সেখানে এমন কোন লিখিত নির্দেশ ছিল না, যে প্রশ্ন টাস্ক ফোর্স কমিটি কর্তৃক ছাপানো বই থেকেই হবে। সমস্ত বই থেকে প্রশ্ন নিয়ে ১৯৯১ সালে প্রাক্-নির্বাচনী, নির্বাচনী পরীক্ষার পর্ব শেষ হলো। প্রতি বিষয়ে ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ও রচনামূলক প্রশ্নে ছিল ৫০ নম্বর। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা-গুলো সময় ও প্রশ্ন অনুযায়ী নির্ধারণ করা হলো। কিন্তু কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পরীক্ষার পর প্রায় সব স্কুলেই ফেরত দেয়ার রীতি রাখা হলো না। প্রধান কারণ হয়ত প্রতিবার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করে কি স্কুলগুলো লাটে উঠবে? অর্থাৎ অত টাকা এবং সময় কোথায় যে, বারবার ৪ সেট করে তারা প্রশ্ন করবেন? ফলে ছাত্রছাত্রীরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরে ক'টা ভুল, ক'টা শুদ্ধ, কেন ভুল, কি লিখলে উত্তরটা শুদ্ধ হতো অনেক ক্ষেত্রে সেটাও তাদের অজানা রয়ে গেল। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই ছাত্রছাত্রীদের নবম শ্রেণী থেকে প্রি-টেস্ট পর্যন্ত অংকে এবং ঐচ্ছিক অংকেও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কর্মকর্তাদের বোঝানো যায়নি যে ৫০টা অংক ৫০ মিনিটে করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য তারা মনে হয় সবসময় স্ট্যাণ্ড করা ও স্টার পাওয়া ছাত্রদের নিয়েই সমীক্ষা নিরূপণ করেন, তাই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের জরিপে আসে না। যাহোক বখাটে নামধারী সেই ছেলেরা মরিয়া হয়েই রাস্তায় নামলো তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এবং অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে তারা সফল হলো। অংকের নৈর্ব্যক্তিক তুলে দেয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তবে গাড়ি ভাংচুর, হাজত-জেলখানার মাধ্যমে আমরা সবসময় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব এ দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক নয়। সত্যি বলতে কি, আমরা উদ্যোগী হয়ে এর সমাধানের জন্য পরামর্শে গিয়েছিলাম। হর্তাকর্তারা এস, এস, সি পরীক্ষা, যার নাম প্রবেশিকা পরীক্ষা অর্থাৎ জীবনপথে প্রবেশের পরীক্ষা নিশ্চয়ই, এবং এর উপরই জীবনের লক্ষ্য নির্ভর করবে, কেউই সাড়া দিলেন না। অংকের objective (নৈর্ব্যক্তিক) উঠানোর কথাটা তারা কানেই তুলেননি। যাহোক সেইতো অংকের objective বাতিল হলো, তবে ছাত্রদের অনেক সময় নষ্ট করার বিনিময়ে। এজন্য ছেলে-মেয়েদের যে মেধা, কর্মক্ষমতা ও সময়ের অপচয় হলো তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? অভিভাবকদের ত্রাহি অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা নাকাল হয়ে টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলো। অবশ্য ঐ আশায় যে দুই পেপার মিলিয়েতো পাস করলেই হলো। Test-এ উত্তীর্ণ হয়ে ভবতরী পার হবার চিন্তায় তারা আবার জীবননৌকার হাল ধরলো। মনে আশা যাহোক অংকের objective তো উঠে গেছে। কিন্তু বাকী ৮টি বিষয়তো রয়ে গেল। বই-এর মাঠে লাঙ্গল চষে চষে তারা হয়রান। কোন অধ্যায় বাকী রাখা যাবে না, objective প্রশ্ন আসবে যে। ভালো কথা, বই রপ্ততো প্রায় হয়েই গেল, সেইভাবেই তারা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিল। আবার নতুন করে ফরমান জারি। কি ব্যাপার? objective প্রশ্ন টাস্ক ফোর্স-এর সেই ৫০০টি প্রশ্নের বাইরে থাকবে না। সেই যে কবে ক্লাস IX-এ থাকতে যেগুলো হুমড়ি খেয়ে কেনা হয়েছিল। নির্মল হাসি ও আনন্দে বিভোর ছাত্ররা বাতিলকৃত ধূলিমলিন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সেই টাস্ক ফোর্স-এর নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুলো পুনরায় ঝেড়েমুছে গলাধকরণ করতে শুরু করেছে। হায়রে নৈর্ব্যক্তিক! আবার শোনা যাচ্ছে টাস্ক ফোর্স-এর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি আছে। যে ছাত্ররা শিক্ষকদের স্কুলে নয়, প্রায়ভেট পড়ে Correction করা কপি তোতাপাখির মত মুখস্থ করবে, তারাই ৫০ নম্বর ছিনিয়ে আনবে। আর বাকী ছাত্ররা ভুলটাই শুদ্ধ মনে করে লিখে আসবে। বিশেষ করে ইংরেজী, বাংলা ইত্যাদি বিষয়গুলো। দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ঃ বাংলা প্রথম পত্রের ৫২ নম্বরে সঠিক উত্তর দেয়া হয়েছে টাস্ক ফোর্স অনুযায়ী 'গ', কিন্তু আমরা 'ক'টাকেই সঠিক বলে মনে করছি। ১৬৯ নম্বর-এর 'খ' নয় 'ক'-টাকেই সঠিক বলে মনে করছি। বাংলা ২য় পত্রের ২০ নম্বরের 'গ' নয় 'ঘ' হবে এর সঠিক উত্তর। আবার ইংরেজী I Paper-এর ৩০৪ নম্বর উত্তরের সব ক'টাই ভুল হলে ছাত্ররা কোন্‌টা লিখবে? ৩১২ নম্বরের b এবং d দু'টাই Correct হলে ছাত্ররা কোন্‌টা লিখবে? এ ধরনের নমুনা আরও দেয়া গেলেও সুল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়। এখন আমাদের প্রশ্ন না জেনে মুখস্থ করলে 'টাস্ক ফোর্সটাই' সঠিক ধরে নিতে হবে, না সংশোধন করা উত্তরটা সঠিক ধরা হবে এ নিয়ে ছাত্র এবং অভিভাবকদের নতুন করে মাথাব্যথা। এ ক্ষেত্রে কি বোর্ডের করণীয় কিছু নেই? তারা নিশ্চিন্তে বসে আছেন। হয়ত দেখা যাবে পরীক্ষার ক'দিন আগে সংশোধন কপি বের করবেন। objective প্রশ্ন নিয়ে স্কুলগুলো কম খেলা দেখায়নি; এবার বোর্ড-এর পালা। আবারও কি অভিভাবকদের সংশোধনী কপি কেনার জন্য লাইন ধরতে হবে? objective প্রশ্নের আর একটা দিক,-সঠিক উত্তর নির্ণয়ে কি চিহ্ন দেয়া হবে, এ নিয়ে দেড় বছর গবেষণা চলেছে। 'গাঢ় পেন্সিল "2b" (টুবি) দিয়ে গোলক ০ ভরাট করতে হবে —কেউ শিখিয়েছেন লম্বাটে Ó হবে ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে পেন্সিলে নয় কালিতে। তা-ও আবার টিক √ চিহ্ন দিতে হবে এবং একবার (টিক) √ চিহ্ন দিয়ে ভুল হলেও আর কাটাকাটি করা যাবে না। ছেলেমেয়েদের অবস্থা আরও করুণ। কেননা পুনর্বার নিরীক্ষার সময় অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। পরে বুঝলেও শুদ্ধ করার উপায় নেই — ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে? একথা কি অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা একবারও ভেবে দেখেছেন? তাহলে বুঝতেই পারা যাচ্ছে ৫০-এ ৫০ নম্বর পাওয়াও অত সোজা নয়। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু শুধু রাজধানীর ছাত্রদের কথা ভাবছি না। ভাবছি গ্রাম-গঞ্জের অর্থাৎ ঢাকার বাইরের ছাত্রছাত্রীদের কথা। আবার খাতা যারা দেখবেন তাদের নিয়েও চিন্তিত — কোন্ নিয়ম তারা অনুসরণ করবেন?

এবারে ধরি রচনামূলক প্রশ্ন ঃ রচনামূলক প্রশ্নে সময় থাকবে দুই ঘন্টা। বাংলা প্রথম পত্রে বড় প্রশ্ন গদ্যে দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। মান ৬×২=১২ অথচ কবিতার একটা প্রশ্নের উত্তরে থাকবে ৭×১=৭। গড় হিসাবে মানবন্টন কি ঠিক হলো? দুই ঘন্টা সময় অনুযায়ী প্রশ্নসংখ্যা বেশী, সময় কম, প্রশ্নের মানও কম। তাহলে কি ছাত্রদের কম্পিউটারের যুগে লেখার গতি হবে ঝড়ের গতি? লেখার যা শ্রী হবে, বোঝাই যাচ্ছে। যেমন ঃ ইসলামিয়াতে উত্তর দিতে হবে ১০টা প্রশ্নের, সময় ২ ঘন্টা। এক একটা প্রশ্নের উত্তর ১২ মিনিট? আরবী উদ্ধৃতি না দিলে নম্বর ভাল হবে না। তা নির্ভুলভাবে লিখতেও তো সময়ের প্রয়োজন। ভূগোল, বিজ্ঞান ২য় পত্র — এসবেতো আঁকার উপরই নম্বর। তাহলে কি প্রশ্নের সংখ্যা কমানো উচিত ছিল না? আপনারা হয়ত বলবেন প্রথম 'ব্যাচ' বুঝতে তো সময়ের প্রয়োজন। মোটেই না; পরীক্ষা-নিরীক্ষাতো চল্‌ছে সেই নবম শ্রেণী থেকে। আসলে আমরা কোন কাজেই সচেতন নই। জগন্নাথ হলের বহু পুরাতন বিল্ডিং ধসে বহু ছাত্রের মূল্যবান জীবন নষ্ট না হলে হয়তো এতদিনেও নতুন বিল্ডিং তৈরী হতো না। এই ধরনের দুর্ঘটনা কি আমাদের কাম্য? আমাদের ছেলেমেয়েদের মূল্যবান জীবনকে আমরা নষ্ট করতে চাই না। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ বলেই কি আমাদের চিন্তাধারার মান হবে তৃতীয় শ্রেণীর?

তবু আমরা আশাবাদী। খাতা দেখার সময় উদারপন্থা অবলম্বন করে একই নীতিমালায় যেন প্রত্যেক পরীক্ষক খাতা মূল্যায়ন করেন, সকল বোর্ডের কাছে এ আমাদের সবিনয় নিবেদন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুন্দর জীবনযাপনে সহায়তা করুন — শিক্ষার সুষ্ঠু পথের সীমারেখা নির্দেশ করুন। ব্যবহারিক নিরীক্ষার 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহার করে এদের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না — দোহাই আপনাদের।